সংবাদ

তারিখ 25 JUL 2016
পৃষ্ঠা 8 কলাম ৩

ফেসবুকে মিছিলের ছবি দেয়ায়

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের হামলায় ২০ ছাত্রদল কর্মী আহত

জেলা বার্তা পরিবেশক, রংপুর

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস থেকে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের মারধর করে হল থেকে বের করে দিয়েছে ও একজনকে পুলিশে দিয়েছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। গত শনিবার রাত ১টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ছাত্রাবাসে হামলা চালিয়ে কমপক্ষে ২৫টি কক্ষ ভাঙচুর করা হয়। তাদের হামলায় ২০ জন আহত হয়। এ ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ ছাত্রাবাস থেকে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা পালিয়ে গেছে বলে ছাত্রদলের নেতারা জানিয়েছে।

পুলিশ ও ভুক্তভোগী ছাত্রদল কর্মীরা জানান, গত শুক্রবার বিকেলে বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলায় ৭ বছর সাজা দেয়ার প্রতিবাদে ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসের বাইরে বিক্ষোভ মিছিল করে। এরপর ছাত্রদলের মিছিলের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে দেয় ছাত্রদল। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ছাত্রদলের অভিযোগ, শনিবার রাত ১টার দিকে ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মেহেদী হাসান শিশির ও সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসানের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা প্রথমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান হলে ঘুমিয়ে থাকা ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালায়। তারা ওই হলের অন্তত ১০টি কক্ষ ভাঙচুর করে। এরপর তারা ছাত্রদলের নেতাকর্মী যাদের মিছিলে অংশ নেয়ার ছবি ফেসবুকে দেয়া হয়েছিল তাদের ঘুম থেকে তুলে এক এক করে তাদের বেদম মারধর করে। একইভাবে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা শহীদ মুখতার এলাহি ছাত্রাবাসে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালিয়ে তাদের মারধর এবং কক্ষ ভাঙচুর করে। রাত ১টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত দফায় দফায় দুই ছাত্রাবাসে তাণ্ডব চালায় ছাত্রলীগ। এতে ২০ জন আহত হয়। এদের মধ্যে অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র কামরুল হাসান, বাংলা বিভাগের শুভ, রেজওয়ানুল গুরুতর আহত হয়। তাদের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ভোরের দিকে বঙ্গবন্ধু হলের ৩০২ নম্বর কক্ষের আবাসিক ছাত্র পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী শফিয়ার রহমানকে নির্মমভাবে পিটিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশকে খবর দিয়ে তাদের কাছে হস্তান্তর করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। দুপুরে ওই শিক্ষার্থীকে কোতোয়ালি থানায় সোপর্দ করা হলে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এরশাদ আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি দুটি আবাসিক হলে গোলমাল হয়েছে বলে স্বীকার করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের নির্দেশে আটক শিক্ষার্থী শফিয়ার রহমানকে কোতোয়ালি থানায় পাঠানো হয়েছে। তিনি জানান, শফিয়ার ছাত্র শিবিরের কর্মী বলে জানা গেছে। তবে আটক অবস্থায় শফিয়ার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন তিনি প্রথম শিবিরের এক নেতার সঙ্গে কিছুদিন বেরিয়েছেন। তবে এখন তিনি ছাত্র শিবির করেন না বলে দাবি করেন।

এদিকে ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি বেলাল অভিযোগ করেন, তারেক রহমানের পক্ষে মিছিল করায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা মিছিল করার ছবি ফেসবুকে দেখে বেছে বেছে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালিয়ে তাদের ওপর নির্মম নির্যাতন করেছে, তাদের কক্ষ ভাঙচুর ও মালামাল লুট করেছে। তিনি ছাত্রদল কর্মীদের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, এভাবে হামলা মামলা করে তাদের আন্দোলন দমিয়ে রাখা যাবে না।

অন্যদিকে ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা মাহমুদ হাসান বলেন, ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসীরা শনিবার গভীর রাতে স্লোগান দিতে দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি আবাসিক ছাত্রাবাসে হামলা চালিয়ে হল দখল করার চেষ্টা করলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তাদের প্রতিরোধ করে। এ সময় এক শিবির কর্মীকে ধরে পুলিশে দেয়া হয় বলে জানান তিনি। এ ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।